সংবাদ

তারিখ 5 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দুর্নীতি রোধে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় সংস্কারের উদ্যোগ

কোচিং সেন্টারেরও তালিকা তৈরির নির্দেশ

রাকিব উদ্দিন

দুর্নীতি, অনিয়ম ও শিক্ষক হয়রানির লাগাম টানতে মাউশি, এনসিটিবি, ডিআইএ ও শিক্ষা বোর্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিংবাজ শিক্ষক ও কোচিং বাণিজ্য সেন্টারের মালিকদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অসাধু কর্মকর্তা ও সরকারি গাড়ি কারা কারা ব্যবহার করছেন, এরও তালিকা হচ্ছে।

এছাড়াও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর ও বোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরকেও কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থাগুলোতে স্থবিরতা বিরাজ করছে বলে মন্ত্রণালয়ে নানা অভিযোগ আসছে।

আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীভুক্ত প্রত্যেক উইং, অধিদফতর, দফতর, সংস্থা, প্রকল্প প্রভৃতির প্রধানের সমন্বয়ে স্ব স্ব প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি গত ২৮ জুন এক অনানুষ্ঠানিক নোটে এ নির্দেশনা দেন।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের কড়া অবস্থানে নড়েচড়ে বসেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। দায়িত্ব পালনে গাফিলতির দায়ে গতকাল সংস্থার ইএমআইএস (এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) শাখার পাঁচজন প্রোগ্রামারকে স্ট্যান্ড দুর্নীতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

দুর্নীতি : রোধে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রিলিজড করা হয়েছে বলে সংবাদকে জানান মাউশি মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী মহোদয়ের কড়া নির্দেশ এখন থেকে দুর্নীতি, অনিয়ম করে কেউ রেহাই পাবে না।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে ভাগ করার সময় থেকে কাজের গতি শ্লথ হয়ে গেছে। সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর রুম বা জায়গা নেই। কারো কারো মনে ক্ষোভ-হতাশাও রয়েছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের স্থানাভাব বড় সংকট। অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অবিলম্বে এর সমাধান করতে হবে।'

কাজের সুবিধার নামে গত ৩০ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দুই ভাগে বিভক্ত (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ) করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এর ফলে দুই বিভাগে দু'জন সচিব নিয়োগের পাশাপাশি কর্মকর্তার পদায়নও বেড়েছে। এর মধ্যে প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শাখা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বলে অভিযোগ রয়েছে। একজন অতিরিক্ত সচিব বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পদও দখলে রেখেছেন। এ নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

ইইডির কাজে সন্তোষ প্রকাশ : প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, '২০১৬-১৭ অর্থবছরের কাজ বাস্তবায়নে যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকল্প বাস্তবায়নে (নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করতে) ৩/৪টি প্রকল্প বড় ধরনের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এমনকি নির্ধারিত সময়ে টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয়- এ তথ্যটিও কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানায়নি।'

তবে যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে ভালো করেছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে নোটে বলা হয়েছে, 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) প্রধান প্রকৌশলী (মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান মো. হানজালা) ও তার ইইডি টিম নির্ধারিত অর্থের বেশি ব্যয় করার পরও বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আরও এক শত কোটি টাকার বাড়তি কাজ করেছেন। এজন্য তাদের বিশেষ অভিনন্দন।'

কোচিংবাজ শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের তালিকা : 'সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কোন শিক্ষক প্রাইভেট কোচিং করেন, তার তালিকা তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী কোচিং বাণিজ্য সেন্টারের নাম ঠিকানা, মালিক বা পরিচালকের তথ্য বের করে দিতে হবে। কোন কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য সেন্টারে পড়ান তাদের তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া, ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট কোচিংয়ে বাধ্য করা, প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করা প্রভৃতি অতি হীন ও অসৎ পথে চলেছেন। এর ফলে আমাদের শিক্ষার আসল শক্তি শিক্ষকের মর্যাদা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শিক্ষকের মর্যাদা চ্যালেঞ্জের মুখে পরেছে। তাই অসৎ লোকদের শিক্ষক-মর্যাদার সম্মানজনক আসনে রাখা সম্ভব নয়।

ডিইও, ডিডি ও পরিচালকদের সতর্কবার্তা : মাঠ পর্যায়ে শিক্ষক হয়রানি ও ঘুষ বন্ধ এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে সব জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক (ডিডি) ও পরিচালকদের নিয়ে গতকাল মাউশিতে দিনব্যাপী বৈঠক করেছেন সংস্থার মহাপরিচালক। এতে সারাদেশের মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব পালনকারী ১২৫ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে মহাপরিচালক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'এখন কে, কখন কোথায় থেকে ঝরে পড়েন (বদলি বা বরখাস্ত) তা কেউ বলতে পারেন না। মন্ত্রণালয়ের কড়া বার্তা আমি ১২৫ জন কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। অনিয়ম, দায়িত্বপালনে গাফিলতি ও ঘুষের বিষয়ে আর কোন আপস নয়।'

এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একজন সদস্য গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরাও মন্ত্রণালয়ের নোট পেয়েছি। দায়িত্বপালনে গাফিলতির কারণে এই সপ্তাহের এনসিটিবির এক কর্মকর্তাকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। আরও কয়েকজনের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দেয়া হচ্ছে।'